দরসে ক্বোরআন

অধ্যক্ষ হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَO كَلَّا بَلْ
رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ O كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ
رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَOثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ
Oثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَO كَلَّا اِنَّ
كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَO وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ O
كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌO اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍO عَلَى
الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَO

তরজমা: যখন তার উপর আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন বলে '(এগুলো হচ্ছে) পূর্ববর্তীদের কাহিনী।' কখনো নয়, বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃতকর্মগুলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ঐ দিন তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত; অতঃপর নিশ্চয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে; তারপর (তাদেরকে) বলা হবে, 'এ হচ্ছে তা-ই, যেটাকে তোমরা অস্বীকার করতে।' হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, পূণ্যবানদের লিপি সবচেয়ে উচ্চস্থান 'ইল্লিয়্যীন'-এ রয়েছে। এবং তুমি কি জানো 'ইল্লিয়্যীন' কেমন? ঐ লিপিটা হচ্ছে একটা মোহরকৃত লিপি; নৈকট্যপ্রাপ্তরা যার যিয়ারত করে। নিশ্চয় পূণ্যবান অবশ্যই শান্তিতে থাকে, তখ্‌তসমূহের উপর (বসে) দেখে। [সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত-১৩-২৩]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

كلا بل ران على قلوبهم

উল্লেখ্য যে, ران শব্দটি আরবী رَيْن থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো মরিচা ও ময়লা। পবিত্র ক্বোরআনে করীমের বাণীসমূহকে পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলে কাফেরগণ কর্তৃক উড়িয়ে দেয়ার কারণ বর্ণনায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন- ক্বোরআন করীমের প্রভাব কাফেরগণের হৃদয়ে পড়ে না। কারণ মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহ্ হৃদয়কে অপরিচ্ছন্ন করে দেয়। গুনাহ্‌র আধিক্য হৃদয়ের মরিচার কারণ হয়। যেমন নেক আমল বিশেষ করে বুজুর্গানে দ্বীনের সোহবত-সান্নিধ্য হৃদয়ে পরিচ্ছন্নতা তথা আত্মশুদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

كلاانّهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون

আলোচ্য আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরীনে কেরাম উল্লেখ করেন কেয়ামত দিবসে কাফের-মুশরিকরা তাদের পালনকর্তার দিদার-সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইমাম ক্বাতাদাহ্ এবং ইবনু আবী মুলায়কাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, محجوبون عن رحمته অর্থাৎ কাফেররা কেয়ামত দিবসে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। ইমাম ইবনে কায়ছান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- محجوبون عن كرامته অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহর দরবারে মর্যাদালাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে কেয়ামতের দিন। [তাফসীরে কাশশ্বাফ]

সাইয়্যেদুনা ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন- এ আয়াতের মর্মবাণী হতে জানা যায় যে, সেদিন মুমিন ও আউলিয়ায়ে কামেলীন মহান আল্লাহ্‌র যেয়ারত-সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবেন। নতুবা কাফের মুশরিকদের পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

উপরিউক্ত আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতে প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহর ইশ্‌ক ও দীদারের কামনা সৃষ্টি হবে। এ কারণে দীদার থেকে বঞ্চিত হওয়া কঠিন শাস্তির কারণ হবে। তাছাড়া মুমিনগণ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দীদার সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু এ দীদার কোন আমলের বিনিময় নয়। শুধু মহান আল্লাহর অনুগ্রহেরই অনুদান। তাই এ অনুগ্রহ লাভের জন্য ফজরের নামায ও আসরের নামায নিয়মিতভাবে যথা সময়ে যথাযথভাবে আদায় করা চাই।

স্মর্তব্য যে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ সবার সাথে কথা বলবেন- মুমিনদের সাথে রহমতের কথা, আর কাফির-মুশরিকদের সাথে ক্রোধভরা কথা বলবেন। কিন্তু মহান আল্লাহর দিদার-দর্শন শুধু মুমিনরাই লাভ করে ধন্য হবে। তদুপরি, কাফিরগণ হতে মহান আল্লাহ্ আড়াল হবে না, বরং কাফিররাই আড়ালে থাকবে। [তাফসীরে নুরুল ইরফান]

كلا انّ كتاب الابرار لفى عليين

কোন কোন তাফসীরবেত্তার অভিমত হলে عليين শব্দটি علىّ এর বহু বচন উদ্দেশ্য-উচ্চতা। ইমাম ফাররা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতে এটা একটি স্থানের নাম। বহুবচন নয়। সাহাবীয়ে রাসূল সাইয়্যদুনা হযরত বারা বিন আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে একটি জায়গার নাম। এতে মুমিনগণের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী আয়াত كتاب مرقوم বাক্যটিও 'ইল্লিয়্যীন' এর তাফসীর নয়। সৎকর্মশীলদের আমলনামার বর্ণনা। উপরোক্ত انّ كتاب الابرار বাক্যে এই আমল নামায় উল্লেখ আছে।

উল্লিখিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়, যে দফতরে আল্লাহ্ ওয়ালাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় তার মর্যাদাও উচুঁ হয়ে যায়।(সুবহানাল্লাহ্) কোন কোন সৎকর্মশীল আল্লাহ্ ওয়ালাদের রূহ মুবারক 'ইল্লিয়্যীনের' মধ্যে রয়েছে। কারো কারো রূহ ''যমযমে আর কারো কারো রূহ আসমান-জমীনের মধ্যবর্তী মহা শুন্যেই থাকে। [তাফসরীরে আজিজি শরীফ]

يشهده المقربون

আরবী يشهد শব্দটি شهود ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তাফসীর কারকের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যধন্য ফিরিশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করবে। [তাফসীরে কুরতুবী শরীফ]

شهود এর অর্থ উপস্থিত হওয়া গ্রহণ করা হলে يشهد এর সর্বনাম দ্বারা নৈকট্যশীলদের রূহ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ এটাই তাদের আবাস স্থল। যেমন সিজ্জিন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ মুসলিম শরীফে সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এ হাদীসে রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন- শহীদগণের রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে সবুজ পাখির আকৃতির মধ্যে থাকবে। তাঁদের বাসস্থান আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ রেওয়াত থেকে বুঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে থাকবে।

انا الابرار لفى نعيم

অর্থাৎ সৎকর্মশীল বান্দাগণ পরম আরামে অবস্থান করে সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে নিজের সমস্ত মালিকানাধীন সম্পদকে অথবা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৌন্দর্য অথবা রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে অথবা অবলোকন করবে সকল জাহান্নামী ও তাদের শাস্তিকে অথচ জাহান্নাম হচ্ছে অনেক নিচে আর জান্নাত হচ্ছে সাত আসমানের উপরে। এ আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রতীয়মান হয় জান্নাতীদের দৃষ্টিশক্তি অতীব প্রখর হবে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় আপন কোন মকবুল বান্দাকে শক্তি দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন, তবে আপত্তি হবে কেন? মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকলকে উপরিউক্ত দরসে ক্বোরআনের উপর আমল করে উভয় জাহানে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।